OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 493 - 501
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 493 - 501
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা বাউল গানে প্রবাদের প্রয়োগ

ড. অজয় সাহা
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শৈলজানন্দ ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, খয়রাশোল, বীরভূম
Email ID: ajoysaha.suri@gmail.com
iD 0009-0009-5200-3397

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Folk Culture, Folk Songs, Baul Dharma, Baul Song, Baulkar, Proverb, Lalan Shah Fakir, Panj Shah, Duddu Shah, Jadubindu.

Abstract
The field of proverbs is of particular importance in diversity and richness among the various streams of folk culture. Proverbs are more important than other branches of folklore because of their use in daily life. Proverb is the product of long practical experience of the nation. The daily essence of people's life is reflected by this proverb. Proverbs originate from social consciousness rich in human experience. Our vision and experiences are mainly the human character or its nature that is signaled through proverbs. Its use started from the time of ancient Sanskrit literature. Many proverbs are found in ancient Vedas and others scriptures. Proverbs are also readily available in Buddhist literature. From our ancient Bengali literature 'Charyapad' to present day all types of literature have a relaxed use of proverbs.

As the use of proverbs in poetry and literature conveys the momentum of language fluency, it increases the capacity of expression. Sometimes it helps to signal to underlying feeling. At the very end of middle-ages, the Baul Sadhana style developed in Bangladesh, their Baul songs also naturally used proverbs. Also we can say they were used arbitrarily. In most of the songs Bauls like Lalan Shah Fakir, Panj Shah, Duddu Shah, Chandidas Gosain, Jadubindu we can see the issues related to the spiritual path or the areas of success and failure of their own lifestyle, which have been expressed in a simple way by comparing them to our well-known proverbs. It can be seen that all such common proverbs are widely used in Baul songs. They are deeply embedded in the daily usage of Bengali folk life. Baul song's folk appeal is further entrenched in appropriate application of those elements of contemporary Bengali life. As the presentation of the subject matter is simplified by the simile of the proverbs, so also the excellence of the lyricist of Baul is achieved. In the present research article we will review the area of application of proverbs in Bengali Baul songs.

Discussion

লোকসংস্কৃতির নানান ধারা বিদ্যমান, যথা – ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন, লোককথা, লোকসঙ্গীত, গীতিকা, লোকনাট্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যে এবং সমৃদ্ধিতে প্রবাদ-প্রবচনের ক্ষেত্রটি সবিশেষ গুরত্বপূর্ণ। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহারের কারণেই লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় প্রবাদের গুরুত্ব বেশি।

> "ঐতিহাসিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদির কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় ছড়া, ধাঁধা, লোককথা ইত্যাদি লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ মূলতঃ অপরিণত শিশুর আমোদের উপকরণ, কিন্তু প্রবাদে বালখিল্য বিষয় নয়, এতে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়, প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতার সু-কঠিন ফলই ব্যক্ত হয়।"[১]

প্রবাদ জাতির সুদীর্ঘ ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতার ফসল। লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্তের মতে, -

> "মানুষের প্রাত্যহিক বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিগুলির মর্মনির্যাস সঞ্চিত হয় যে সব সুসংগঠিত, সরল অথচ বৈদগ্ধ্যভরা ঐতিহ্যবাহী উক্তিগুলির মধ্যে, তারাই হল প্রবাদ।"[২]

এই হেতু প্রবাদ-প্রবচনকে তিনি 'সমাজভাবনার তির্যক আরশি' বলে অভিহিত করেছেন।[৩] লোকজীবনের দৈনন্দিন রসাভিব্যক্তির প্রতিফলন ঘটে এই প্রবাদের দ্বারা। মানুষের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ সামাজিক চেতনা থেকেই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি। তাই প্রবাদ 'চলমান লোকসংস্কৃতি'।[৪] আমাদের দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য নানান উপাদানকে আধার করে প্রধানত মানব চরিত্র বা তার স্বভাবকেই সংকেতিত করা হয় প্রবাদের মধ্যে দিয়ে। বাস্তবধর্মীতা প্রবাদের প্রধান লক্ষণ।

কাব্য-সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহারের অন্যতম কারণ হল বাক্যালঙ্কার হিসেবে প্রয়োগ। তাছাড়া ব্যাখ্যা বা দৃষ্টান্ত হিসেবে কোনও বিষয়কে পরিস্ফুট করে তোলার জন্যও প্রবাদের প্রয়োগ করা হয়। আবার স্বল্প কথায় বৃহৎ অর্থ প্রকাশের জন্যও প্রবাদের প্রয়োগ করা হয়, যা অন্তর্নিহিত ভাবকে সংকেতিত করতে সাহায্য করে। কাব্য-সাহিত্যে প্রবাদের প্রয়োগ যেমন ভাষার সাবলীলতার গতিবেগ সঞ্চারিত করে, তেমনই ভাব প্রকাশের সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করে।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কাল থেকেই এর ব্যবহার শুরু। সুপ্রাচীন বেদ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে প্রচুর প্রবাদের প্রয়োগ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যেও প্রবাদ সহজলভ্য।[৫] আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চর্যাপদ থেকে শুরু করে বর্তমানের সমস্ত ধরনের সাহিত্যেই প্রবাদের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ সাধনসঙ্গীত চর্যাপদে[৬] বেশ কিছু প্রবাদের প্রয়োগ লক্ষ করি–

"অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।" (ভুসুকুপাদ, হরিণ তার নিজের মাংসে নিজেরই শত্রু, পৃ. ১৩১)
"হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।" (ঢেণ্টণপাদ, হাঁড়িতে ভাত নেই, কিন্তু নিত্যই অতিথির আগমন, পৃ. ২০০)
"দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ।" (ঢেণ্টণ পাদ, দোয়া দুধ কী পুনরায় বাঁটে ঢোকে, পৃ. ২০০)

বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও[৭] প্রচুর প্রবাদের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। যেমন –

"হাথ বাঢ়ায়িলে কি চান্দের লাগ পাই।" (ভার খণ্ড, পৃ. ১৯৪)
"ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ।" (দান খণ্ড, পৃ. ২২৩)
"দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ।" (বংশী খণ্ড, পৃ. ৩২৯)
"কাটিল ঘাঅত লেম্বু রস দেহ কত।" (রাধাবিরহ, পৃ. ৪৫২)

মধ্যযুগে কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামপাঁচালি'তে[৮] আমরা বহু প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করি –

"ধন পেয়ে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি।" (আদিকাণ্ড)
"পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড)
"ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গিলে পল্লব নাহি রয়।" (সুন্দরকাণ্ড)
"রাজার গৃহিণী হয় প্রজার জননী।" (লঙ্কাকাণ্ড)

আবার কৃত্তিবাসের বেশ কিছু পঙক্তি পরবর্তীকালে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যেমন –

"ঘরভেদী বিভীষণ যে দারুণ বৈরী।" (লঙ্কাকাণ্ড)

"রামের কিঙ্কর আমি সুগ্রীবের দাস।" (লঙ্কাকাণ্ড)

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ[৯] পাই –

"চোরের উপরে আগে করিয়াছোঁ চুরি।" (পৃ. ৮৯)

"বিপ্র নহে বিপ্র – যদি অসৎপথে চলে।" (পৃ. ৩০)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'[১০] কাব্যে দেখি ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডীর আবির্ভাবে সম্ভাব্য সপত্নীর আশঙ্কায় ফুল্লরা কালকেতু নানাভাবে বোঝানোর সময় বেশ কিছু প্রবাদের প্রয়োগ করেছেন –

"উচিত কহিতে আমি সবাকার অরি।" (পৃ. ১৫৪)

"কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন।
যেই পাপে নষ্ট হইলা লঙ্কার রাবণ।।" (পৃ. ২৪১)

পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।" (পৃ. ২৪১)

"বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।" (পৃ. ২৪১)

'বামন হয়ে চাঁদে হাত' আমাদের একটি অতি প্রচলিত প্রবাদ। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে অনেক কবি প্রসঙ্গ ক্রমে এই প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী যেমন তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যবহার করেছেন, তেমনই তাঁর পূর্বে বড়ু চণ্ডীদাসও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভারখণ্ডে বলেছেন –

"মজুরিআ হআঁ হেন না বোল কানাঞিঁ।
হাথ বাড়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই।।" (পৃ. ৩০৮)

আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণেও পাই – "বামুন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদে।" মাণিকরাম গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে[১১] পাই – "বাড়ায়েছি চাঁদে হাত হইয়া বামন।" রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'শিবায়ন' কাব্যে[১২] বলেছেন – "বামন হইয়া হাত বাড়ায়েছি চাঁদে।" শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, সংস্কৃত সাহিত্যেও মহাকবি কালিদাস লিখেছেন[১৩] – "উদ্বাহুরিব বামনঃ।" আর বাউল গানেও আমরা এই প্রবাদেরই প্রয়োগ দেখি – "বামন হ'য়ে চাঁদকে ধরা অসাধ্য আমার।" (পৃ. ৭০৯) ফলে লোকজীবনে ব্যবহৃত একই প্রবাদ কালক্রমে নানান কবির কাব্য-গানে তথা রচনায় প্রসঙ্গক্রমে কালিক ধ্বনিগত রূপান্তরের মাধ্যমে স্থান করে নিয়েছে। মূল ভাব বা ব্যঞ্জনার কোনও বদল ঘটেনি।

মধ্যযুগের একেবারে শেষের দিকে বাংলাদেশে যে বাউল সাধনার ধারা গড়ে ওঠে, তাঁদের সেই বাউল গানেও স্বাভাবিকভাবেই প্রবাদের ব্যবহার ঘটেছে, বলতে পারি যথেচ্ছভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে আমরা বাউল গানে প্রবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রটি পর্যালোচনা করব। সংশ্লিষ্ট গানগুলির বিষয়ের প্রেক্ষিতে প্রবাদগুলির প্রায়োগিক সার্থকতাও বিচার করার চেষ্টা করব। (এই নিবন্ধে বাউল গানের উদ্ধৃতিগুলি উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থ[১৪] থেকে নেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি বেশি হওয়ায় শুধু পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে)।

অধিকাংশ বাউল গানেই দেখি সাধকদের আধ্যাত্মিক সাধন মার্গ সংক্রান্ত বিষয় কিংবা তাঁদের নিজস্ব জীবনা-চরণের সাফল্য-ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলি আমাদের চেনা-জানা প্রবাদে উপমিত করে ভাবকে সহজ-সরল করে ব্যক্ত করেছেন। ফলে গানগুলি আকর্ষণীয় ও রসসমৃদ্ধ হয়েছে।

পদ্মলোচন বাউল 'না জেনে সে রাগের কারণ' গানে বলেছেন 'সাধুর শ্রীচরণ' অর্থাৎ গুরুর কৃপা ব্যতীত সাধকের অধ্যাত্ম সিদ্ধি ঘটে না। সে জন্যও চাই যথার্থ প্রশিক্ষণ, অন্যথায় তা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। কথায় কথায় মানুষ সাধনার কথা বলেন, আখড়ায় ভিড় জমান, কিন্তু ভজন সম্পূর্ণ হয় না। যোগ্যহীনদের অবাস্তব কল্পনাকে ব্যঙ্গ করে বাউলকার প্রচলিত এক প্রবাদ ব্যবহার করেছেন –

"ছেঁড়া চ্যাটায় শুয়ে থাকে,
দেখে লাখ টাকার স্বপন।" (পৃ. ৬৭৯)

গানের শেষে আবার এটাও বলেছেন – সাফল্যের শক্তি বা সম্পদ সাধকের নিজের কাছেই থাকে, কিন্তু খোঁজ না পেয়ে উঞ্ছবৃত্তি করে চলেন, ঠিক যেমন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 493 - 501
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"সাপের মাথায় মাণিক থাকে, তবু করে ভেক ভোজন।" (পৃ. ৬৭৯)

অনন্ত গোঁসাই 'আছে ইয়ার ছয় জনা, তাদের কেয়ার কোরো না' গানেও সাধন-ভজনে নিজের অযোগ্যতাকে ব্যঙ্গ করে পদ্মলোচনের মত একই প্রবাদ ব্যবহার করে বলেছেন –

"অনন্ত তুই নিতান্ত বাতুল (আহা) সকলি তোর ভুল,
বাঁশের বনে ফোটে কি কভু পারিজাতের ফুল।
তুমি ছেঁড়া চাটাইয়ে শুয়ে থেকে দেখো লাখ টাকার স্বপন।" (পৃ ১০১৮)

পদ্মলোচন বাউলেরই 'আমার মন কি যেতে চাও সুধা খেতে অন্তঃপুরে' গানে দেখি অনিত্য প্রেমের জগতে অমৃতরস আস্বাদনের ঈপ্সা ব্যক্ত হয়েছে। যে জগতে জ্বর-মৃত্যু নেই, প্রভাত-সন্ধ্যা নেই, সদা বর্ণচ্ছটায় দীপ্তমান, যে লোকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু অগোচর, এমনকি পবনও প্রবেশ করতে পারে না। সদানন্দময় সেই রূপলোকে সাধক বাউল যেতে চেয়েছেন। কিন্তু কবির সচেতন মন সেই অসম্ভাব্যতার প্রেক্ষিতে বলে ওঠে –

"উপরোধে কি ঠেঁকি গিলতে পারে!" (পৃ. ৬৮০)

যাঁর কঠিন-নিষ্ঠা সাধনা আছে, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণ পরিহার করে তিনিই পৌঁছাতে পারেন; অন্যথায় সর্বনাশ অনিবার্য। তাই 'গোঁসাই হরি' বাউল কবিকে সতর্ক করে বলেছেন –

"শোন রে পদ্মলোচন,
পিপীলিকার পাখা ওঠে কেবল
মরিবার তরে।" (পৃ. ৬৮০)

প্রসন্ন গোঁসাই বাউলও 'মধুর রসের ভিয়ান কর আত্মায়' শীর্ষক গানে 'অধর চাঁদ' ধরার আশায় সাধকের মূঢ়তাকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন –

"পিপীলিকার সাধ উড়িবারে,
পাখা পায় সে বিধির বরে,
কিন্তু পক্ষী হইতে নারে,
সে পক্ষীর গ্রাসে প্রাণ হারায়।" (পৃ ৮৮৭)

'সজনী গো স্বভাব দোষ আমার গেল না' শীর্ষক প্রবাদ বহুল অপর একটি গানে (পৃ. ৭০৯) দেখি বাউলকার আক্ষেপ করেছেন তাঁর মানব-জন্ম বিফলতার জন্য। ষড়রিপুর তাড়নায় সাধনমার্গের পথ থেকে বিচ্যুত হন। এই প্রসঙ্গেই প্রচলিত এক প্রবাদ ব্যবহার করেছেন –

"দুগ্ধেতে মিশায়ে দেয় গোরোচনা।"

এক ফোঁটা গোমূত্র যেমন লব্ধ সমস্ত দুধটাকেই নষ্ট করে দেয়, তেমনই কোনও রিপুজাত তাড়না জীবনব্যাপী সাধনাকে নষ্ট করে দেয়। যদিও বাউলকার এর জন্য নিজের স্বভাব-দোষকেই দায়ী করেছেন। হয়তো এই কঠিন অধ্যাত্ম সাধন মার্গের যোগ্যই তিনি নন। তাই আবারও একটি বহু প্রচলিত প্রবাদ দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে ব্যঙ্গ করেছেন –

"বামন হ'য়ে চাঁদকে ধরা অসাধ্য আমার।"

যাঁরা পাত্র ভরে পবিত্র গঙ্গার জল দণ্ডে করে কাঁধে নিয়ে যান তীর্থস্থানে, কিন্তু আধ্যাত্মিক কোনও ধ্যান ধারনাই নেই। বাউল কবি সেই উদ্দেশ্যহীন যাত্রা সম্পর্কে প্রচলিত একটি প্রবাদ দিয়ে উপমিত করেছেন –

"জলে নাইম্যা জলের মর্ম জানে না।"

উপলব্ধি করেছেন জটিল সেই আধ্যাত্মিক সাধনা সাধারণ সংসারী মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই নিজের তুচ্ছতা সম্পর্কে আবারও একটি প্রবাদের প্রসঙ্গ এনেছেন –

"আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 493 - 501
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আসলে সদগুরুর শরণাপন্ন না হলে এবং গুরুর কৃপা না হলে সেই মহাসাধনা সম্ভব নয়। সাধককে কঠিন সংযম ও নিষ্ঠার সাথে সেই সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, নচেৎ কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব নয়। অসময়ের এই তৎপরতাকেও বাউলকার অতি পরিচিত ও উপযুক্ত একটি প্রবাদ দিয়ে গানটি শেষ করেছে –

"কাঁচা কাঁঠাল কিলাইলে পাকে না।"

লালনের 'আপন মনের গুণে সকলি হয়' গানে মুসলমানদের মক্কাতে মন কিংবা হিন্দুদের কাশী-ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলেছেন আরাধ্য তথা 'মনের মানুষ' তো আপন অন্তরেই অবস্থান করেন, তাঁর সন্ধানে দূরে ছুটে যাওয়ার প্রয়োজন কোথায়? সাধনার জন্য 'কত জনা ঘর ছেড়ে/ জঙ্গলে বাঁধে কুড়ে'। এই প্রসঙ্গেই সাধক কবি লালন প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করেছেন–

"(ও সে) পিঁড়েই বসে পেঁড়োর খবর পায়।" (পৃ ৬০৭)

পিঁড়ে শব্দের অর্থ ঘরের বারান্দা; আর পেঁড়ো হল পাণ্ডুয়া শব্দের অপভ্রংশ, এই পাণ্ডুয়া এক সময় বাংলার রাজধানী ছিল। তাই প্রচলিত প্রবাদটির অর্থ 'ঘরের বারান্দায় বসেই রাজধানীর খবর পায়'। নিজের মনের মধ্যেই তো অমূল্যধন বিরাজ করে, তাই দূরে যাওয়ার প্রয়োজন কী?

'আমি কি দোষ দিব কারে রে' গানে দেখি লালন শা' নিজের স্বভাব দোষে সাধন-ভ্রষ্ট হওয়ার জন্য অনুশোচনা করেছেন। আপন সুবুদ্ধি, সুস্বভাব হারিয়ে বিপথগামী হওয়ার অবস্থাকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, -

"কাকের স্বভাব মনে হলো,
ত্যজিয়ে অমৃত ফল
মাকাল ফলে মন মজিল রে।" (পৃ. ৫৬২)

যে আশা নিয়ে সাধক বাউল এই পৃথিবীতে এসেছেন, তাঁর সেই আশাভঙ্গ হয়েছে। দুর্দশাগ্রস্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট সেই পরিণতিকে লালন একটি সুন্দর প্রবাদে উপমিত করেছেন –

"ঠাকুর গড়তে বাঁদর হ'লো রে।" (পৃ. ৫৬২)

সাধক বাউলের মন গুরুবস্তুকে চিনতে পারেনি। আপন সাধনার সেই বিফলতা প্রসঙ্গে বলেছেন –

"যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেলো রে।" (পৃ. ৫৬২)

'তুমি কার কে বা তোমার এই সংসারে' গানে লালন শা' মায়াবদ্ধ এই সংসারের অসারতাকে তুলে ধরেছেন। মিথ্যা মায়ায় মজে মানুষ আত্মীয়, পরিজন, সম্পদের মোহে জড়িয়ে পড়ে এবং সাধন মার্গের পথ থেকে বিচ্যুত হন। তাই লালন বলেছেন –

'এত পিরিত দন্তে জিহ্বায়,
কায়দা পেলে সেও সাজা দেয়।' (লালন, পৃ. ৫৫৫)

যাঁদেরকে আপন ভেবে জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করা হয়, সুসময়ে তাঁরা পাশে থাকলেও বিপদের সময় তাঁদের পাশে পাওয়া যায় না। মানুষের এই স্বার্থান্বেষী স্বভাবকে ব্যঙ্গ করে লালন বলেছেন –

"সময়ে সকলি সখা,
অসময়ে কেউ না দেয় দেখা," (পৃ. ৫৫৫)

অথচ মায়াবদ্ধ এই জড়জগতে এগুলি সবই অনিত্য – যেখানে নিজেই তো নিজের নন। সবই ঈশ্বর দ্বারা চালিত।

মানুষের ভাগ্যের বিরূপতা বা ললাট লিখন কিংবা কপালগুণে মানুষের সৌভাগ্যের বিষয়ে বহু প্রবাদ বাঙালির জনমানসে প্রচলিত। যেমন[১৫] – 'কপাল গুণে গোপাল মিলে', 'কপাল বিগুণ যার, কপালে আগুন তার", কপাল ভাল তো সব ভালো", "কপাল ছাড়া পথ নাই", "কপাল যদি মন্দ হয়, দুর্বাখেতে বাঘের ভয়", কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন", "কপালে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি?" "কপাল সঙ্গে সঙ্গে যায়", "কপালে থাকলে গু, কাকেও এনে দেয়" প্রভৃতি আরও অনেক প্রবাদ বাংলায় প্রচলিত। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যেও ভাগ্যের বিরূপতার প্রসঙ্গে এজাতীয় প্রবাদ বহু ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের দানখণ্ডে দেখি কৃষ্ণের কাছে দুর্ভোগের জন্য রাধা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 493 - 501
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ক্ষোভ প্রকাশ করে বড়াইকে বলেছেন – "ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ"। এমন প্রবাদ বিভিন্ন কবির কাব্যেই পাই। ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও দেখি – "ললাটের লিখন খণ্ডাতে পারে কেবা' বা "না পারে খণ্ডিতে লোক কপালের লিখা।"[১৬] লালন শাহের 'সকলি কপালে করে' শীর্ষক গানেও মানুষের ভাগ্য বা ললাট লিখনের কথা প্রসঙ্গে এই প্রবাদের উল্লেখ করেছেন –

"কপালের নাম গোপালচন্দ্র,
কপালের নাম গুয়ে-গোবরে।" (পৃ. ৫৫৮)

মানুষের ভাগ্যে যদি কোনও প্রাপ্তি থাকে তাহলে তিনি সেটা লাভ করেন –

"যদি থাকে এই কপালে
রত্ন এনে দেয় গোপালে," (পৃ. ৫৫৮)

আবার যদি সৌভাগ্য মানুষের সাথ না দেয়, তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ভাগ্য আকস্মিকভাবে নেমে আসে –

"কপালে বিমতি হলে
দূর্ববনে বাঘ মারে।" (পৃ. ৫৫৮)

অর্থাৎ ভাগ্যের ফেরেই মানুষের অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটে –

"কেউ রাজা কেউ হয় ভিখারী,
কপালের ফেরে হয় সবারি," (পৃ. ৫৫৮)

'উপরোধে কাজ দেখ রে ভাই' গানে লালন সাধন পথে একনিষ্ঠতার কথা প্রসঙ্গে বলেছেন –

"উপরোধে কাজ দেখ রে ভাই
ঢেঁকি-গেলার মত।" (পৃ. ৬০২)

মনের নিষ্ঠা ছাড়া প্রাণের একাত্মতা গড়ে ওঠে না। প্রাণের একাত্মতায় দুঃসাধ্য কাজও সহজ হয়ে যায় – 'তখন পাথর দেখে সোনার মত'। নিষ্ঠা ও ভক্তির গুণেই মুচির 'চামকেটোতে' গঙ্গা-মা বিরাজ করেন। অপর পক্ষে শত শত ফুল দিয়ে পুজো করলেও আরাধ্যের সাক্ষাৎ মেলে না। নিষ্ঠা ও সময় না হলে ফল বিপরীত হয় –

"লাথিয়ে পাকালে সে ফল
হয় না মিঠে, হয় তিতো।" (পৃ. ৬০৩)

একই প্রবাদ বাউলকার চণ্ডীদাস গোঁসাই ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। রোদ-ঝড়-শিলাকে উপেক্ষা করেও কিছু ফল যেমন গাছে রয়ে যায়, নানান বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে পরিণত ও পরিপক্ক হয় – তা ত রয়ে যায় গুরুর সেবায় লাগবে বলেই। তেমনই গুরুর কৃপা ও উপযুক্ত সময় ব্যতীত সাধন মার্গের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয় -

'আপন জুতে না পাকিলে কি, গাছ-পাকা ফল মিঠা হয়।
কিলিয়ে পাকালে কাঁঠাল, সুমিষ্ট সে কভু নয়।' (চণ্ডীদাস গোঁসাই, পৃ. ৭৯৪)

লালন শাহ 'সে লীলা বুঝবি, ক্ষেপা, কেমন করে' গানে 'সাঁই' বা ঈশ্বরের সীমাহীন লীলার কথা বলেছেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে নানান রূপ ধরে বিরাজ করেন অর্থাৎ পাত্রানুসারে আকার ধারণ করেন। বিষয়টিকে সুন্দর একটি প্রবাদ দিয়ে তুলে ধরেছেন –

"গঙ্গায় রইলে গঙ্গাজল হয়,
গর্তে গেলে কূপজল কয়," (পৃ. ৬২১)

শুদ্ধ ভক্তি ও নিষ্ঠার দ্বারা তাঁর স্বরূপ সন্ধান করে নিতে হয়।

'বিষয়-বিষে চঞ্চলা মন দিবা-রজনী' গানে লালন বিষয়ী মানুষের চঞ্চলতা ও লক্ষ্যভ্রষ্টতার কথা বলেছেন। গুরুর বাণী ভুলে, বিষয় বাসনায় ডুবে থেকেছেন। এমনইভাবে কোনও এক দিন শ্মশানবাসী হবেন, তখন কোন ধন সঙ্গে নিয়ে যাবেন। অনিত্য দেহের অধিকারী বিষয়ী মন শুধু যেন বেগার খেটে যায় –

"ভূতের বোঝা বই," (পৃ. ৬২১)

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 493 - 501
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'এবার কে তোর মালেক চিনলি নে তারে' গানে লালন মানুষ যে দুর্লভ জীবন লাভ করেছেন, সেই জীবন সার্থক করে তোলার কথা বলেছেন। এই জীবনের 'মালেক' অর্থাৎ পরমেশ্বরকে চেনা বা লাভের সাধনা সময় থাকতে থাকতেই করতে হবে। নশ্বর দেহের প্রাণবায়ু যতক্ষণ বজায় আছে, তার মধ্যেই তো সিদ্ধি লাভ করতে হবে। প্রাণবায়ুর অনিশ্চয়তা প্রসঙ্গেই লালন একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন –

"নিঃশ্বাসের নাহি রে বিশ্বাস," (পৃ. ৬২৯)

তাই চোখের পলকে সেই প্রাণবায়ু নিরাশ করলে মনের সমস্ত আশা অপূর্ণ থেকে যাবে।

'যদি হয় মহাভাবুক জেলে' গানে যাদুবিন্দু বাউল গুরু-ভাব ও ভক্তির দ্বারা সংসারের মধ্যে থেকেও ধর্ম-সাধনা করতে পারে ; হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ করে গুরুর সুসঙ্গ লাভ করতে পারে। চেতন-গুরুর কৃপা বলে সেই মহাভাবুক সাধক সাংসারিক মায়া রূপ পাঁকে আবদ্ধ হয় না বা কোনও রূপ কলুষতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এই প্রসঙ্গেই বহু পরিচিত একটি প্রবাদ বাউলকার ব্যবহার করেছেন –

'ও সে মাছ ধরে, লাগে না কাদা' (যাদুবিন্দু, পৃ. ৬৮৯)

'যার হয়েছে নিষ্ঠারতি' গানে বাউল সাধক পাঞ্জ শাহ গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন। ইন্দ্রের বারির প্রতি চাতকের নিষ্ঠা কিংবা অবতার রামের প্রতি ভক্ত হনুমানের নিষ্ঠা, তেমনই সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে সর্বদাই সুমতি ও পরম নিষ্ঠা থাকলে সে সত্য প্রেমী বলে গণ্য হয়, এমনকি মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। 'সৎসঙ্গে সর্গ বাসে'র ইঙ্গিত দিতে গিয়েই আলোচ্য গানের ভনিতাংশে বাউলকার বলেছেন –

"সতের সাথে
মলেও হয় গঙ্গাপ্রাপ্তি।" (পাঞ্জ শাহ, পৃ. ৭৩৩)

পাঞ্জ শাহের 'রসের কথা অরসিকে বলো না' শীর্ষক গানে অরসজ্ঞ মানুষের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে। বাউল ধর্মের ঈশ্বরতত্ত্বের গূঢ় রহস্যের কথা তথা রসতত্ত্বের কথা যদি অরসজ্ঞ লোককে বোঝানো হয়, তাহলে সে তা অনুধাবণ করতে বা গ্রহণ করতে পারবে না। নিম গাছ চিনি দিয়ে রোপণ করলেও যেমন তাতে মিষ্টত্ব আসে না, কিংবা যতই আদর যত্ন করে খাঁচার মধ্যে কাককে পোষ মানানোর চেষ্টা করা হোক না কেন, তোতার মতো কাক কখনোই বুলি ধরবে না। তেমনই অরসজ্ঞ মানুষের স্বভাবকেও পরিবর্তন করা দুঃসাধ্য। বাউলকার মানুষের এই অপরিবর্তনীয় স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে সুন্দর একটি প্রবাদ দিয়ে উপমিত করেছেন –

"কয়লাকে দুগ্ধে ডুবালে দুগ্ধের বরণ ধরে না।" (পাঞ্জ শাহ, পৃ. ৭৩৭)

'কার কেমন গুণ জানা যাবে আখেরে' গানে দুদ্দু শাহ বেশ কয়েকটি বহু প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের দ্বারা সাধকের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা তথা ব্যক্তিত্বের গুণাবলীর কথা তুলেছেন। সাধকের এই গুণাবলী শেষে একদিন জানা যাবেই–

"ছাই চাপা থাকে না অগ্নি," (দুদ্দু শাহ, পৃ. ৮১৯)

আগুন যেমন ছাই চাপা থাকে না, তা স্ফুরিত হবেই, তেমনই মনুষ্যত্বের প্রকাশও একদিন ঘটবেই। এই সংসারে যে যা দেয়, সংসারও তাকে তেমনই ফিরিয়ে দেয়, সাধকের নিষ্ঠার সেই প্রকাশ ঘটে তার কর্মেই –

"ফলে বৃক্ষের পরিচয়।" (দুদ্দু শাহ, পৃ. ৮১৯)

বৃক্ষের আত্মপরিচয় যেমন তার ফলের মধ্যেই প্রকাশ পায়, তেমনই সাধকের চরিতার্থতা তাঁর সিদ্ধি লাভের মধ্যে। যদিও বাউলকার সতর্ক করে বলেছেন -

"মনে মনে মনকলা খাই।" (দুদ্দু শাহ, পৃ. ৮১৯)

অর্থাৎ এর জন্য আত্ম অহংকার করা ঠিক নয়, সংযম প্রয়োজন।

দুদ্দু শাহ তাঁর বহু গানেই জাতপাতহীন মানব ধর্মের কথা বলেছেন। 'মুসলমানে বাদশার জাতি করে বড়াই' শীর্ষক গানে দুদ্দু জাতি-বুদ্ধি-হিংসা-অভিমান প্রভৃতির দোষে বাংলার মুসলমানের হীন দশা প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন। তারা বাদশার জাতি বলে গর্ব করে। কিন্তু তা শুধু মাত্র, কাজের তার কোনও বহিঃপ্রকাশ নেই। তাই ব্যঙ্গ করে একটি প্রচলিত প্রবাদে উপমিত করেছেন বাংলার মুসলমান জাতির বর্তমান অবস্থাকে –

"কোন কালে খেয়েছিল ঘৃত আজো গল্প করে তাই।" (দুদ্দু শাহ, পৃ. ৮৩৩)

আসলে তিনি ভেদাভেদ হীন 'মানুষ চাঁদের চরণ' প্রাপ্তির আশা প্রার্থনা ও সাধনা করেছেন।

'কামী জীব দেখলে যায় চেনা' গানে বাউলকার প্রেমের পথে কামের বাধার কথা বলেছেন। সঠিক পথে গুরুর উপাসনা করলে তবেই প্রেম সাধনায় সিদ্ধি ঘটে, কিন্তু কামী মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিপথগামী হয়। তাই কবি কামী মানুষের এই স্বভাবকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন –

"পিপীলিকার ফোড় হলে সে উড়তে শেখে,
সে তো মউতের ভয় করে না।" (পৃ ৯০১)

কিংবা 'কামী মানুষে'র অনিবার্য গতি যে মদন রসের প্রতি থাকে তাকে কবি একটি সুন্দর প্রবাদে উপমিত করেছেন –

"শকুন বহুদূর উড়ে
তার লক্ষ্য থাকে ভাগাড়ে," (পৃ ৯০১)

নরহরি গোঁসাই বাউল 'ধর্ম নষ্ট ইষ্ট ভজলে নয়, জেনো সুনিশ্চয়' গানে নিজের ধর্মে রত হওয়ার কথা বলতে গিয়ে ভাগবতগীতায় উক্ত প্রবাদপ্রতীম সেই বিখ্যাত বাণীর উল্লেখ করেছেন –

"আগে ধর্মবস্তু কর নিরূপণ,
তবে হবে তার যাজন,
শোনা কথায় শেখা কথায় হয় না তো করণ,
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মে সদা ভয়।" (পৃ ৯৩৮)

সতীশচন্দ্র বাউল 'পিরিতি সকলে জানে না, জানে কয় জনা' শীর্ষক গানে দেখিয়েছেন প্রকৃত রসের রসিক বা প্রকৃত ভাবের ভাবী সকলে নয়, জগতে কয়েকজনই সেটা পেরেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বাউলকার বলেছেন – এক প্রেমে শিব শ্মশানবাসী হয়েছেন, গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসী হয়েছেন। কিন্তু অরসজ্ঞ মানুষ তার কোনও হদিস পায় না, এই প্রসঙ্গেই প্রচলিত একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন –

"চিনির বলদ চিনি যোগায় সে স্বাদের খবর রাখে না।" (পৃ ১০১৯)

বাউল গানের যত্রতত্র এমনই সব প্রচলিত প্রবাদের বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এগুলি বাঙালি লোকজীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। সমকালীন বাঙালি জীবনের সেই লোক-উপাদানগুলির যথাযথ প্রয়োগে বাউল গানের লোকসম্পৃক্ততা আরও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপস্থাপন যেমন সহজ হয়েছে এই প্রবাদগুলিকে উপমিত করার ফলে, তেমনই কাব্যরসের উৎকর্ষও সাধিত হয়েছে।

Reference:

১. দাশ, সৌমেন, তুলনামূলক লোকসাহিত্য : পদ্ধতি ও প্রয়োগ, কলকাতা : অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৭ (২য় সং, ১ম প্রকাশ ২০২৬), পৃ. ৬০

২. সেনগুপ্ত, পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০২ (২য় সং, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫), পৃ. ১৫৫

৩. তদেব, পৃ. ১৫৫

৪. চৌধুরি, দুলাল, প্রবাদকোষ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২, পৃ. ৭

৫. তদেব, পৃ. ১০

৬. দাশ, নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭ (১২শ সং, ১ম দে'জ সং ১৯৯৭)

৭. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা), বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪ (১৫শ সং, ১ম প্রকাশ ১৯৮৬)

৮. দাস, দীপককুমার, 'বাঙালি লোকসমাজের সাতকাণ্ড : কৃত্তিবাসী রামায়ণ', মুখোপাধ্যায় অতনুশাসন (সম্পা) 'বিষয় : কৃত্তিবাসী রামায়ণ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, কলকাতা দশদিশি, ২০১১, পৃ. ৩৭২

৯. নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পা) বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, কলকাতা, সাধনা প্রকাশনী, ১৯৮১

১০. নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা), মুকুন্দ চক্রবর্তীর কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১৫ (৩য় সং, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪)

১১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

১২. তদেব, পৃ. ৮২

১৩. তদেব, পৃ ৮২

১৪. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলিকাতা : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, ১৪০৮, (৩য় সং, ১ম প্রকাশ ১৩৬৪)

১৫. চৌধুরি, দুলাল, প্রবাদকোষ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২, পৃ. ৮৭

১৬. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১